023

ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 : 5 : 84 ...
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম... ... ...

বেসরকারী শিক্ষকদের সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রসংগে

মহামান্য প্রেসিডেন্ট চলতি বছরের ২৮শে জানুয়ারী শিক্ষক মহাসম্মেলনে বেসরকারী স্কুল, মাদ্রাসা এবং কলেজের শিক্ষকদিগকে যে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং যাহা গোটা শিক্ষক সমাজের জন্য আশার বাণী বহিতেছিল তাহা আবার হতাশাব্যাঞ্জক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাসম্মেলনে মাননীয় প্রেসিডেন্টের ঘোষিত সুবিধাগুলি হইতেছেঃ চলতি বছরের জানুয়ারী মাস হইতে প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ১০০/- টাকা আবাসিক ভাতা, ৬০/- টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং একটি করিয়া ইনক্রিমেন্ট প্রদান। এই আর্থিক সুবিধাসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষকরা ২য় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের মর্যাদা পাইবে। ইহাতে দেখা যায় যে, একজন জুনিয়র, সহকারী সিনিয়র কিংবা বি, এড এবং ১৫ বৎসরের কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রধান শিক্ষক যথাক্রমে বর্তমান প্রাপ্য ২৪০, ৩৭৬, ৫০০, এবং ৬০০, টাকার স্থলে ৪১২/০০ ৫৭১/০০, ৭০৫/০০ এবং ৮১০/০০ টাকা পাইবেন।

স্বল্প বেতনভোগী শিক্ষকরা তীর্থের কাকের মত আশায় ছিল যে, মহামান্য প্রেসিডেন্টের ঘোষিত সুযোগ-সুবিধা অচিরেই কার্যকরী হইবে। অর্থাৎ উল্লেখিত ভাতাদি সরকার প্রদত্ত '৮৩ ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী '৮৪ পর্যন্ত ৩য় কিস্তির অনুদানের সংগে পাইবেন। অপরদিকে পল্লী এলাকায় গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা নেহাৎ কম। সরকারীভাবে কোন লিখিত সার্কুলার না পাওয়াতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ এমনকি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরাও কোন ছবি কিংবা সার্টিফিকেট সত্যায়িত করিতে সাহস পান না।

বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের যে অবস্থা তাহাতে সরকার প্রদত্ত স্কেল ও ভাতা প্রচলিত ত্রৈমাসিক প্রথায় পাইয়া শিক্ষকরা সমাজে তাঁহাদের সম্মান ও মর্যাদা আর টিকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না।

অতএব শিক্ষামন্ত্রী সমীপে আকুল আবেদন, যদি সত্যিকারভাবেই সরকার সমাজে শিক্ষকদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে চান তবে অবিলম্বে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য সরকার প্রদত্ত অর্থ-বর্তমান ত্রৈমাসিক প্রথায় বিলোপ সাধন করিয়া ঘোষিত সকল ভাতাদিসহ স্কেল প্রতি মাসে প্রদান করা হউক।

—মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খান, সহকারী শিক্ষক, বেলতলী জি, জে, উচ্চবিদ্যালয়, উপজিলা শ্রীনগর, জিলা-মুন্সিগঞ্জ।